তারিখ … 24 …
পৃষ্ঠা … ৩ … কলাম … ৬ …

দৈনিক ইত্তেফাক

পাঠ্যবইয়ে ভুলের তদন্ত প্রতিবেদন জমা

দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিনা মূল্যের পাঠ্যবইয়ের ভুল তদন্তে করা কমিটি ভুলের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছে। তবে ব্যবস্থাটি কী হবে, তা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। কমিটি বলেছে, কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেটি মন্ত্রণালয় ঠিক করবে।

পাঠ্যবইয়ের ভুল তদন্তে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার পাশাপাশি এই সুপারিশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে এনসিটিবিকে 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' করতে পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশও করা হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তদন্ত কমিটির একজন সদস্য *প্রথম আলোকে* বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার দাপ্তরিকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিবের বরাবর প্রতিবেদনটি জমা দেওয়া হয়েছে। এতে ওই সব সুপারিশের পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে পাঠ্যবইয়ে আর ভুল না হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ারও সুপারিশ করা হয়েছে। তবে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিতে হবে, তা প্রতিবেদনে বলা হয়নি।

এ বিষয়ে কমিটির একজন সদস্য বলেন, তাঁরা ভুলের জন্য কিছু কর্মকর্তাকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছেন। ব্যবস্থাটি কী হবে, সেটি বিধি অনুযায়ী মন্ত্রণালয় ঠিক করবে।

তদন্ত কমিটির প্রধান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রুহী রহমান প্রতিবেদন দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু জানাতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।

পাঠ্যবইয়ে ভুলের ঘটনায় ইতিমধ্যে এনসিটিবির প্রধান সম্পাদক প্রীতিশ কুমার সরকার, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ লানা হুমায়রা খানকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। আর আর্টিস্ট কাম ডিজাইনার সুজাউল আবেদীনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবির একাধিক সূত্র বলেছে, লানা হুমায়রা খান তৃতীয় শ্রেণির 'আমার বাংলা বই' পরিমার্জনের দায়িত্বে ছিলেন। এই বইয়েই 'আদর্শ ছেলে' কবিতাটি ভুলভাবে ছাপা হয়েছে। যেটিকে এবারের সবচেয়ে বড় ভুল হিসেবে দেখা হচ্ছে।

চলতি শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন ধরনের ভুলভ্রান্তি হয়। পাশাপাশি কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক থেকে নামকরা কয়েকজন প্রগতিশীল লেখকের কিছু গল্প-কবিতা বাদ দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে আন্দোলন চলছে। অভিযোগ উঠেছে, কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক একটি সংগঠন পাঠ্যবই থেকে যেসব বিষয় বাদ দেওয়ার দাবি করেছিল, এবারের পরিবর্তন তার সঙ্গে মিলে গেছে।

পাঠ্যবইয়ে ভুলভ্রান্তি নিয়ে গণমাধ্যমে খবর বের হওয়ার পর রুহী রহমানকে প্রধান করে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে মন্ত্রণালয়। এই কমিটি শুধু ভুলের বিষয়টিই তদন্ত করেছে। পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তনের বিষয়টি তাঁদের তদন্তের কার্যপরিধিতে ছিল না। দুই দফায় সময় বাড়িয়ে গতকাল প্রতিবেদন জমা দিয়েছে কমিটি। তদন্ত কমিটির একজন সদস্য *প্রথম আলোকে* বলেন, পাঠ্যবইয়ে এর আগেও একাধিকবার ভুলভ্রান্তি হয়েছে। এই বিষয়টি যেন অনেকটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এ জন্য ভবিষ্যতে যাতে আর ভুল না হয়, সে বিষয়ের ওপর তাঁরা গুরুত্বারোপ করেছেন।

এনসিটিবির একাধিক কর্মকর্তা বলেন, তাঁরা ভুলের সংশোধনীর কাজটি গুছিয়ে রেখেছেন। এখন তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশোধনী দেওয়া হবে।